ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১০৩ ● কলকাতা ● ০৩ বৈশাখ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১৭ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মুসলিমদের বোর্ড হবে নাকি হিন্দুদের'? নয়া ওয়াকফ আইনে স্থগিতাদেশের 'সুপ্রিম' ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মুসলিমদের বোর্ড হবে নাকি হিন্দুদের'? ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে কেন্দ্র। পরিস্থিতি এমনই যে, কেন্দ্রের আইন অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশও জারি করে দিতে পারে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার পর্যবেক্ষণ, 'কোর্টে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

মৃতদের পরিবারকে ১০ লাখের ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের বাংলা আবাসে বাড়ি, ঘোষণা মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

লড়াইটা আমাদের সংবিধান রক্ষার, লড়াইটা দেশ রক্ষার, লড়াইটা আমাদের শান্তির পক্ষে, লড়াইটা মানবিকতা, সংহতির পক্ষে।' নেতাজি ইন্ডোরে মোয়াজ্জেন, ইমামদের ওয়াকফ মিটিংয়ে একাধিক ধর্মের প্রতিনিধিদের পাশে নিয়ে বারবার এ কথাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাজোড়া হিংসায় বারবার কাঠগড়ায় তুললেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। অন্যদিকে এদিন বিএসএফ-কে বারবার কাঠগড়ায় তুলতে দেখা যায় মমতাকে। তদন্তের কথা বলে ক্ষোভের সুরেই বলেন, "বিএসএফও গুলি চালিয়েছে, তার বিরুদ্ধেও অ্যাকশন হবে। চিক সেক্রেটারিকে বলছে এর তদন্ত রিপোর্ট হওয়া উচিত। শীতলকুচিতেও গুলি চালিয়ে এরা চারজনকে মেরেছিল।" ছেড়ে কথা বললেন না কংগ্রেসকেও। এরইমধ্যে হিংসায় আক্রান্তদের জন্য ক্ষতিপূরণেরও ঘোষণা করলেন।

মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ

এরপর ৩ পাতায়

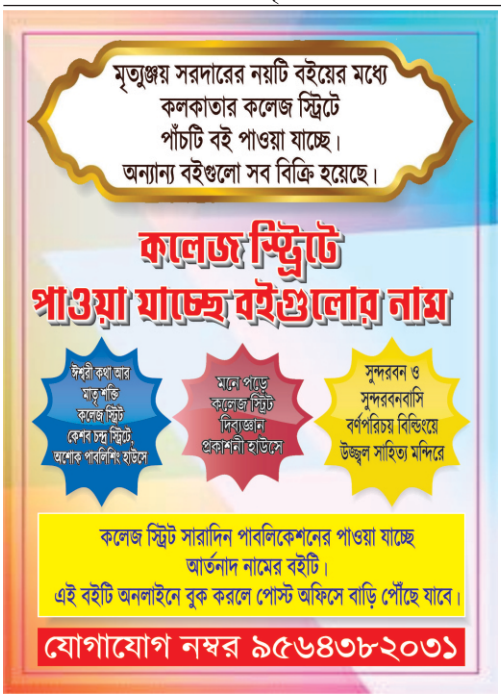

সৌরভের বাড়িতে নবান্ন অভিযানের আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে আটক ৩

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরি প্রার্থী চাকুরীজীবী ও চাকরি-হারা ঐক্যমঞ্চের পক্ষ থেকে নববর্ষের দিন বিকেলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান তিনজন সদস্য। তারা তাদের কর্মসূচিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানাতে যান। খবর পেয়ে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ সৌরভের বাড়ির সামনে থেকে তিনজনকে আটক করে।

সৌরভ একজন বাঙালি। ক্রিকেট দুনিয়ার বাইরে 'বাংলার দাদা' হিসেবে তার পরিচিতি আছে। তাই তারা তাকে তাদের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন। সমাজের সকল বিশিষ্টদের সঙ্গে নিয়ে এই চাকরি হারা ঐক্য মঞ্চ আন্দোলন সংগঠিত করতে চাইছে। এদিকে চাকরি হারাদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু দু 'সপ্তাহ সময় চেয়েছেন। তিনি যোগ্য চাকরি হারাদের তালিকা আইনত দিক মেনে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যেতে পারে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেওয়া চাকরিহারা প্রতিনিধিদের। কিন্তু তারপরেও অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিলেন চাকরি হারারা। অবশেষে পুলিশের অসহযোগিতা এবং পরিবেশ সঠিক না থাকায় চাকরি হারারা যারা সল্টলেকের এসএসসি ভবনের সামনে অনশন কর্মসূচি চালাচ্ছিলেন তারা তা প্রত্যাহার করে নেন। চাকরি হারা দের একটি বড় অংশ ধর্মতলায় অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন। আবার চাকরি হারা দের একটি অংশ ট্রেনে ও বাসে চেপে দিল্লিতে যন্তর মন্তরে অবস্থান-বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা দিয়েছেন।তাদের নিয়ে যাওয়া হয় ঠাকুরপুকুর থানায়। আগামী একুশে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরি প্রার্থী চাকরিজীবী ও চাকরি হারা ঐক্য মঞ্চের ডাকে নবান্ন অভিযান কর্মসূচি আছে। প্রশাসনের সদর্থক ভূমিকা দেখতে না পাওয়ায় তারা এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন। সরকারের সদিচ্ছার অভাবে চাকরি হারিয়েছেন শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা এমনই দাবি ওই সংগঠনের। ওই কর্মসূচিতে আরজি করের অভয়ার মা-বাবাকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তারা।

নববর্ষের দিন বিকেলে এই চাকরি আর আমাদের মধ্যে তিনজন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানাতে তার বেহালার বাড়িতে উপস্থিত হন। কিন্তু সৌরভ বাড়িতে ছিলেন না। তাই তার সাথে তাদের দেখা হয়নি। এদিকে চাকরি হারারা সেখানে পৌঁছেছেন তা জানতে পেরে উপস্থিত হন ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। সৌরভের বাড়ির সামনে থেকে ওই তিন চাকরি হারাদের পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এদের মধ্যে একজন পুলিশের গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে কোমরে পড়ে গিয়ে আঘাত পান। তাকে অপর দুই সহকর্মী পাঁজা কোলা করে নিয়ে যায় ঠাকুরপুকুর থানার ভিতরে। কিন্তু কেন তারা সৌরভের বাড়িতে গিয়েছিলেন? সেই প্রশ্নের উত্তরে আটক একজন জানিয়েছেন, সমাজের বিশিষ্টজনদের তাদের এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। সকলকে নিয়ে ওই দিন নবান্নে গিয়ে তারা তাদের চাকরি কেন হারাল সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছেন।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম- মোয়াজ্জেমদের সভায় মমতার আক্রমন বিজেপিকে

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

সভায় প্রথম থেকেই মুখ্যমন্ত্রী কারোর নাম না করে আক্রমন শানিয়েছেন বিজেপিকে। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বলেন, "মিটিংটা আমি ডাকেনি, সব ইমামরা ডেকেছেন। আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাই আমি এসেছি।" তাঁর কথায়, "আমার যেমন অধিকার নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অধিকার করা, তেমনি আপনারও অধিকার নেই কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অধিকার নেওয়া। আমাদের সাংসদেরা কোর্টে কেস-ও করেছে।" এরপরই বিরোধী বিজেপি'কে সরাসরি আক্রমণ করেন মমতা। সবাইকে অনুরোধ জানান,

এরপর ৬ পাতায়

রাজ্য জুড়ে 'হিন্দু শহীদ দিবস' পালনের ডাক বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিধানসভার বাইরে বিজেপি বিধায়করা পালন করছে হিন্দু শহীদ দিবস। ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভে হিংসার জেরে মুর্শিদাবাদে হরগোবিন্দ দাস এবং তাঁর ছেলে চন্দন দাসের হত্যার প্রতিবাদে এদিন রাজ্যজুড়ে

হিন্দু শহিদ দিবস পালনের ডাক দিয়েছে পদ্ম শিবির। এদিন বিধানসভার বাইরে সেই বিক্ষোভেই যোগ দিতে দেখা গেল বিজেপি বিধায়কদের। বিধানসভার সামনেই মুর্শিদাবাদে মৃত বাবা-ছেলের পোস্টার হাতে নিয়ে গর্জে উঠলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

মৃতদের পরিবারকে ১০ লাখের ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের বাংলা আবাসে বাড়ি, ঘোষণা মমতার

টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার। অন্যদিকে যাদের বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে তাঁদের বাংলার আবাস প্রকল্পে বাড়ি করে দেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন মমতা। এদিন নেতাজি ইন্ডোর থেকে মমতা বলেন, "আমি কোনও সম্প্রদায় হিসাবে দেখি না, মানুষ হিসাবে দেখি। যারা মারা গিয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে আমাদের সরকার ১০ লক্ষ টাকা করে দিয়ে সাহায্য করবে। যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে তাঁদের সবাইকে বাংলার বাড়ি করে দেওয়া হবে। যাঁদের দোকান নষ্ট হয়েছে তার হিসাব-নিকেশ করে মুখ্যসচিব দায়িত্ব নিয়ে কাজটা করবেন।"

(১ম পাতার পর)

মুসলিমদের বোর্ড হবে নাকি হিন্দুদের'? নয়া ওয়াকফ আইনে স্থগিতাদেশের 'সুপ্রিম' ভাবনা

যখন এই বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে, তখন এই ধরণের হিংসার ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয়'।এদিকে ওয়াকফ আইনে প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বাংলা-সহ দেশে বেশ কয়েকটি রাজ্যে হিংসা ছড়িয়েছে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি পর্যবেক্ষণ, 'কোর্টে যখন এই বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে, তখন এই ধরণের হিংসার ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয়'। আগামিকাল, বৃহস্পতিবার ফের মামলার শুনানি।ঘটনাটি ঠিক কী? বিরোধীদের আপত্তি খারিজ। সংসদীয় যৌথ কমিটি অনুমোদনের পর যখন সংসদে পাশ হয়ে গিয়েছে ওয়াকফ বিল, তখন এই বিলের বিরোধিতায় ৭২ আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। আজ, বুধবার থেকে সেইসব মামলারই শুনানি শুরু হল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে।

'ওয়াকফ সংশোধনী আইন আদৌও সংবিধানসম্মত'? শুনানি কেন্দ্রের কাছে জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'আমরা দুটি বিষয়ে দুই পক্ষের মতামত চাই। এই মামলা আমাদের শোনা উচিত? নাকি হাইকোর্টে পাঠানো উচিত'? সংশোধনী বিলে ওয়াকফ কাউন্সিলে অমুসলিম বা হিন্দুদের নিয়োগ করার প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্র। সরকারপক্ষের কাছে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, 'আপনারা যদি মুসলিমদের হিন্দু ধর্মীয় ট্রাস্টে না রাখেন, ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিমদের রাখা কীভাবে যুক্তসঙ্গত'?

মুর্শিদাবাদে আসছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- মুর্শিদাবাদ এখন অনেকটা শান্ত হলেও বহু মানুষ ঘর ছেড়ে মালদায় শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এক পরিবারের বাবা ও পুত্র সহ মোট ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই অবস্থায় স্বতঃপ্রণোদিত অ্যাকশন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দলের। ঘটনাস্থল সরেজমিনে খতিয়ে দেখে তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে কমিশনকে। সামশেরগঞ্জে বাবা-ছেলে খুনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি জারি করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ঘটনার তদন্তে ডিজি (তদন্ত বিভাগ)-কে

বিশেষ টিম গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিজি (তদন্ত বিভাগ)-কে লেখা চিঠিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইন বিভাগ জানিয়েছে, "মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদের মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত নানান সংবাদ প্রতিবেদনে বাবা-ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠে এসেছে। ঘটনায় পুলিশ কোনও

এরপর ৬ পাতায়

তৃণমূল স্তরে রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করতে এই প্রথম ভারতের নির্বাচন কমিশন বুথ স্তরের এজেন্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল, ২০২৫

বিহারে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভারতের নির্বাচন কমিশন বুথ স্তরের এজেন্টদের জন্য দু'দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। রাজ্যের স্বীকৃত ১০টি রাজনৈতিক দলের ২৮০ জন এজেন্ট নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট – এ আয়োজিত কর্মশালায় যোগদান করেন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার সহ দুই নির্বাচন কমিশনার ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশী উপস্থিত এজেন্টদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। গত ৪ মার্চ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সম্মেলনে বুথ স্তরের এজেন্টদের জন্য এই প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়। বুথ স্তরের এজেন্টদের তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে, ১৯৬০ সালের নির্বাচনী বিধি এবং ১৯৬১ সালের নির্বাচন সংগঠিত করার নিয়মাবলী এজেন্টদের অবগত করা হয়।

প্রশিক্ষণ শিবিরে এজেন্টদের নিয়োগ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়। ভোটার তালিকা প্রস্তুত এবং সেই তালিকার সংশোধনের বিষয়ও এজেন্টদের জানানো হয়। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২৪ – এর 'ক' এবং 'খ' ধারায় কিভাবে নাম তোলা বা নাম বাদ দেওয়ার আবেদন করা যায়, সে সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

সম্পাদকীয়

মিত শাহের উপর মমতা কেন বেজায় চটলেন, স্বরাষ্ট্র রিপোর্টেই কী অসন্তুষ্ট তৃণমূল নেত্রী?

রাজ্যে সাম্প্রতিক অশান্তির পরিবেশ নিয়ে বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি ইনডোরে ইমাম-মোয়াজ্জেম-বুদ্ধিজীবীদের সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মঞ্চ থেকে সরাসরি শাহকে তাক করে তাঁর কাজে লাগাম টানার দাবিও তোলেন তৃণমূল নেত্রী।প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকবে কেন? মমতার কথায়, সীমান্ত দেখে বিএসএফ। সীমান্ত সামলানোর অধিকার রাজ্য সরকারের নেই। কে ঢুকছে কে বেরোচ্ছে রাজ্য সরকার জানতে পারে না। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এদিন মূল নিশানা ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কালিদাসের মতো হয়ে গিয়েছে। যে ডালে বসে আছে, সেই ডাল কাটছে। আপনি তো প্রাইম মিনিস্টার কখনও হবেন না। মোদীজি চলে গেলে কী হবে? আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। মোদীজিকে বলব ওনাকে একটু কন্ট্রোল করতে। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে। মুর্শিদাবাদে যা ঘটেছে তা পুরোটাই পরিকল্পিত।লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের বাইরে কোনও সভায় এভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নিশানা করতে বড় একটা দেখা যায় না মমতাকে। তাহলে এদিন হঠাৎ করে কেন নির্দিষ্ট করে শাহি-মন্ত্রককে তাক করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আসলে এর পিছনে রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট। যে রিপোর্টে তৃণমূলের মদতে মুর্শিদাবাদে রক্তাক্ত হিংসা ছড়িয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। আর তাতেই চটেছেন কট্টর বিজেপি বিরোধী মমতা। মুর্শিদাবাদের হিংসাশ্রয়ী ঘটনার পিছনে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

গত ১২ ও ১৩ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অংশে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। যাতে এখনও পর্যন্ত ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে সূত্রে জানা গিয়েছে। আগাম সতর্কতা হিসেবে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী তিন জেলায় অতিরিক্ত আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।

মন্ত্রক সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা প্রত্যক্ষভাবে এই হিংসায় জড়িত। যাকে পিছন থেকে সমর্থন করেছে স্থানীয় কিছু তৃণমূল নেতা। পরে যা তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মন্ত্রকের ইঙ্গিত, এই ঘটনা কেবলমাত্র হিন্দুদের টার্গেট করে হয়েছে। এবং এই কারণে ফের নতুন করে রাজ্যে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা জোরাল হয়েছে। মূলত বাংলাদেশিদের তাণ্ডবেই সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়িয়েছে বলে বিশ্বাস অমিত শাহের মন্ত্রকের। সূত্রটি জানাচ্ছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছে।

কীভাবে হিংসা ছড়াল এবং কেনই বা রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের জানমালের রক্ষা করতে পারল না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কেন্দ্র এবং রাজ্যের বক্তব্য জানাতে বলেছে। আর এতেই বেজায় চটে গিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সে কারণেই বুধবার মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা পরিস্থিতির জন্য সরাসরি বিজেপি তথা কেন্দ্রের সরকারকে দায়ী করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, মুর্শিদাবাদে সম্প্রতি যে অসন্তোষ ও অশান্তির ঘটনা ঘটেছে তা পরিকল্পিত ঘটনা। বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকতে দিয়েছে বিএসএফ। বাইরে থেকে লোক এনেছে বিজেপি। তারাই অশান্তির আগুন জ্বেলেছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

দিলো, বেঁচে উঠলো লখিন্দর, ভেসে উঠলো চোদ্দ ডিঙ্গা। চাঁদ পাগলের মত ছুটে এলো বেহুলার কাছে। কিন্তু এসে যেই শুনলো যে তাকে মনসার পুজো করতে হবে, তখন তার সকল আনন্দ নিভে গেলো, সে দৌড়ে স'রে গেলো সবকিছুর থেকে। বেহুলা গিয়ে কেঁদে পড়লো চাঁদের পায়ে। যে- চাঁদ মনসাকে চিরদিন অপমান করেছে, যে কোনদিন পরাজিত হতে চায় নি, সে- চাঁদ বেহুলার অশ্রুর কাছে পরাজিত হলো। বেহুলা বললো, 'তুমি শুধু বাঁ হাতে একটি ফুল দাও, তাহলেই খুশি হবে মনসা।' চাঁদ বললো, 'আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে ফুল দেবো।' তাই হলো। মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে একটি ফুল হেলাভরে ছুঁড়ে দিল চাঁদ। মনসা তারপরও খুশি। আর পৃথিবীতে প্রচারিত হলো মনসার পুজো।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

রাজ্য জুড়ে 'হিন্দু শহীদ দিবস' পালনের ডাক বিজেপির

শুভেন্দু অধিকারী। দিলেন স্লোগান। এদিকে যে সময় বিধানসভার বাইরে এই বিজেপি বিক্ষোভ শুরু করেছে ঠিক সেই সময়ই আবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে ইমামদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে উঠেই কেন্দ্ররে বিরুদ্ধে একের পর তোপ দেগেছেন। অশান্তির জন্যই কেন্দ্রকেই দুষলেন তিনি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখে কেন তড়িঘড়ি ওয়াকফ আইন পাশ করা হল সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।নেতাজি ইন্ডোরে মমতা বলেন, "মুসলিম ভাইবোনদের বলব, এই আইনি সংবিধানে যে সম্পত্তির অধিকারের কথা আছে, তা ভেঙেছে। সংবিধানে ১৮ ও ৩৫ অনুচ্ছেদে সম্পত্তির উপর রাজ্য সরকারের অধিকারের কথা বলা আছে। সেটা রাজ্য বিধানসভার এক্তিয়ারভুক্ত। সেই অধিকারও কেড়ে নিয়েছে এই আইনের মাধ্যমে। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী"। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উদ্দেশে মমতা বলেন, "আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি তো জানতেন। বাংলাদেশ তো রাজ্যের সীমান্তে।" তারপরেও কেন দ্রুত এই আইন প্রনয়ন হলো তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আসলে অসহায় শনি ভাই-বোনের থেকে দূরে সরে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এ সব কিছুর দায় সন্ধ্যার ওপর চাপিয়ে তাঁকে একদিন লাথি মারেন তিনি। সেই রাগে শনিকে খোঁড়া হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন সন্ধ্যা। এই ঘটনার কথা জেনে হতবাক হয়ে যান সূর্য। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিজেপি নেতাদের ফোন দিয়ে দিচ্ছি, প্রমাণ করে দেখাক', মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ সুকান্তর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অশান্ত মুর্শিদাবাদ। প্রতিবাদের আঁচ এবার কলকাতায়। মুর্শিদাবাদে আক্রান্তদের নিয়ে ভবানীভবনে পৌঁছে গেলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ঘরছাড়াদের কলকাতায় এনে DGP-র সাক্ষাৎ চেয়ে শুরু হয়েছে অবস্থান। সেখানে অবস্থানে বসেই মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা বিঁধলেন সুকান্ত।অবস্থান থেকেই এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়ান সুকান্ত। তিনি বলেন, "বিজেপি করেছে বলছেন উনি। আমার ফোন, আমাদের বিজেপি নেতাদের ফোন দিয়ে দিচ্ছি আমরা। দেখাক প্রমাণ করে যে আমরা করেছি। চ্যালেঞ্জ করছি আমরা, চ্যালেঞ্জ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যদি দম থাকে, প্রমাণ করে দেখাক যে সুকান্ত মজুমদার বা বিজেপির অন্য কোনও নেতা এই অশান্তি করিয়েছে। প্রমাণ করে দেখাক।" প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, 'কেন বিজেপির বাইরে থেকে লোক এসে গন্ডগোল পাকিয়ে পালিয়ে

গেল?'মালদার বৈষ্ণবনগরের ত্রাণশিবিরি থেকে মুর্শিদাবাদের যেসব আক্রান্ত এসেছেন তাঁদের নিয়ে সরাসরি রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যান রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার-সহ অন্যরা। তাঁদের বক্তব্য, ডিজি আক্রান্তদের মুখ থেকেই তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শুনুন। তাঁদের অভিযোগ, ডিজি ঘটনাস্থলে যাননি। তিনি সেখানে গেলে এই পরিস্থিতি হত না। এই পরিস্থিতিতে এদিন আক্রান্তদের মুখ থেকে সব কথা শোনানোর লক্ষ্যে ভবানীভবনের সামনে পৌঁছে যান বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু, দীর্ঘক্ষণ ডিজির সঙ্গে তাঁদের দেখা না হওয়ায় গেটের সামনেই বসে পড়েন বিজেপি নেতৃত্ব। একইসঙ্গে অবস্থানে বসে রয়েছেন মুর্শিদাবাদের আক্রান্তরাও। ৪০ মিনিটের বেশি সময় ধরে সেখানে রয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, যতক্ষণ না ডিজি এসে আক্রান্তদের কথা শুনবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সেখান থেকে তাঁরা নড়বেন না। কিছুক্ষণ আগে অবশ্য কলকাতা পুলিশের ডিসি (সাউথ) এসেছিলেন। তিনি তাঁদের জানিয়ে যান, এই মুহূর্তে মিটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন ডিজি। ফলে, তাঁর পক্ষে এই মুহূর্তে আসা সম্ভব নয়। পাল্টা সুকান্ত মজুমদারের তরফে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়, মিটিং করুক। তাতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু, মিটিং করে ডিজি-কে এখানেই আসতে হবে। তাঁর সঙ্গে আমরা কথা বলে তবেই এখান থেকে উঠব। যদিও পুলিশের তরফে ভবানীভবনের সামনে এই অবস্থানের জন্য ট্রাফিক সমস্যার কথা বলা হয়। তখন পাল্টা বিজেপির তরফে বলা হয়, ঘরছাড়া মানুষদের কথা না ভেবে আপনারা ট্রাফিকের কথা ভাবছেন ? যাঁদের মাথায় ছাদ নেই, যাঁদের এক কাপড়ে বাড়িছাড়া হতে হয়েছে তাঁদের কথা একবার ভাবুন।

উত্তর- পূর্বাঞ্চলের অফুরন্ত সম্ভাবনা অন্বেষণের জন্য উত্তর – পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজিত রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলন বিদেশী কূটনীতিকদের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন লাভ করেছে

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল , ২০২৫

ভারতের প্রাণবন্ত উত্তর – পূর্বাঞ্চলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উত্তর – পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক ১৫ এপ্রিল নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে ৮০টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে তুলে ধরা এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা।

সম্মেলনে উপস্থিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া আর্থিক এবং ভূ-রাজনৈতিক – উভয় দিক থেকে এই অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বের ওপর জোর দেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যোগাযোগ, বাণিজ্য এবং উদ্ভাবনের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করতে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, উত্তর - পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যের প্রতিটিতেই অনন্য শক্তি, সম্পদ এবং সুযোগ রয়েছে। এই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং কৌশলগত অবস্থান, উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, দক্ষিণ – পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সান্নিধ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দক্ষিণ –পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির প্রবেশদ্বার হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করে, যা ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুযোগ অন্বেষণ

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জেম - এর মাধ্যমে ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি নাগরিক বীমা করেছেন

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল, ২০২৫

ভারতের বৃহত্তম বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা – গভর্নমেন্ট ই-মার্কেট প্লেস বা জেম ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে। এই অর্থবর্ষে ১০ লক্ষ জনসম্পদকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি, জেম সফলভাবে স্বাস্থ্য, জীবন এবং ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি নাগরিককে বীমা পরিষেবা প্রদান করেছে। ২০২২ সালে স্বচ্ছ, দক্ষ এবং ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনায় বীমা পরিষেবাকে কাজে লাগাতে জেম বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত বীমা সংস্থাগুলির পরিষেবাই নেওয়া হয়। গ্রুপ মেডিক্লেম, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা এবং টার্ম ইন্স্যুরেন্স পলিসির মতো ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের সংগঠনগুলি জেম – এর সাহায্য নিয়ে থাকে। জেম – এর বীমা পরিষেবার সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং বীমা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির মধ্যে এখানে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক লেনদেন করা হয়, অর্থাৎ তৃতীয় কোনও পক্ষের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

জীবন বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা ছাড়াও সম্পদ, পণ্য পরিবহণ, দায়বদ্ধতা, যানবাহন, শস্য এবং সাইবার বীমার মতো ক্ষেত্রেও জেম পরিষেবা প্রদান করছে। এরফলে, একটি একক, স্বচ্ছ ও দক্ষ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলি বিভিন্ন বীমার চাহিদা পূরণ করতে পারছে।

সাহিত্য অ্যাকাডেমির উদ্যোগে 'দলিত চেতনা' অনুষ্ঠান

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল, ২০২৫

ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাহিত্য অ্যাকাডেমি আয়োজিত 'দলিত চেতনা' অনুষ্ঠানে ছ'জন বিশিষ্ট লেখক তাঁদের লেখা কবিতা ও গল্প পাঠ করেন। মহেন্দ্র সিং বেনিওয়াল, মমতা জয়ন্ত, নামদেব এবং নীলম কবিতা আবৃত্তি করেন। ছোট গল্প পাঠ করেন পূরণ সিং এবং টেকচাঁদ। বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তাঁরা ডঃ আম্বেদকরের শিক্ষা ও ভাবনার কথা তুলে ধরেন। প্রথমে পাঁচটি কবিতা আবৃত্তি করেন মমতা জয়ন্ত। এরপর একে একে অন্যরাও তাঁদের কবিতা আবৃত্তি করেন। টেকচাঁদ তাঁর গল্পে অত্যন্ত সহজ ভাষায় দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি অবহেলার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সম্পাদক (হিন্দি) শ্রী অনুপম তিওয়ারি। বেশ কয়েকজন লেখক, সাংবাদিক এবং ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

(৩ পাতার পর)

মুর্শিদাবাদে আসছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। এই মর্মে মুর্শিদাবাদে ঘটনাস্থল সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তদন্ত বিভাগকে আধিকারিকদের নিয়ে টিম গঠনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তদন্ত রিপোর্ট ৩ সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে কমিশনকে।"গোটা মুর্শিদাবাদ থেকে যে ছবি উঠে এসেছে তা রীতিমতো উদ্বেগের। সুতি, ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ, জঙ্গিপুরে ভয়াবহ পরিস্থিতি। ওয়াকফ ইস্যুতে প্রতিবাদের নামে যে তাণ্ডব চালানো হয়েছে, তাতে হিন্দুদের মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই তদন্তই এবার আসছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের টিম।

(৫ পাতার পর)

উত্তর- পূর্বাঞ্চলের অফুরন্ত সম্ভাবনা অন্বেষণের জন্য উত্তর – পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজিত রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলন বিদেশী কূটনীতিকদের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন লাভ করেছে

করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে উপস্থিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিপুল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কি ভাবে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে তাও ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি বিমান, সড়ক, রেল যোগাযোগ ও জলপথ সম্প্রসারণে গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উত্তর –পূর্বাঞ্চলে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলির কথা তুলে ধরেন তিনি।

বিদেশ মন্ত্রী শ্রী এস জয়শঙ্কর এক ভিডিও বার্তায় উল্লেখ করেন যে ভারতের উন্নয়ন নীতির অগ্রভাগে রয়েছে উত্তর – পূর্বাঞ্চল। কালাদান মাল্টিমোডাল ট্রানজিট প্রকল্পের গুরুত্ব এবং দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার বাজারে প্রবেশদ্বার হিসেবে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অরুণাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পেমা খান্ডু, উত্তর – পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শ্রী চঞ্চল কুমার, বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পূর্ব) শ্রী পেরিয়াসামি কুমারন বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক চলতি বছরে ২৩ থেকে ২৪ মে উত্তর - পূর্ব বিনিয়োগকারী শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছে। তারই প্রাক সম্মেলনের অন্যতম অনুষ্ঠান হল এটি।

(২ পাতার পর)

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম- মোয়াজ্জেমদের সভায় মমতার আক্রমন বিজেপিকে

"আপনারা ফেক নিউস তৈরি করছেন...বাংলায় বিজেপি-এর কথায় কেউ উত্তেজিত হয়ে কেউ অশান্তি করবেন না।ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে অসন্তোষের ঢেউ। বিশেষত, সংখ্যালঘু সমাজের একাংশের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। আইনটির প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গিয়েছে বিক্ষোভ। যার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার বেশ কিছু এলাকা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়েছে যে, মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকটি এলাকায় সংঘর্ষে প্রাণহানিও ঘটেছে। যদিও এই বৈঠকের পরিকল্পনা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটার আগেই করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সম্মেলন আরও 'তাৎপর্যপূর্ণ' হয়ে উঠেছে।

সিনেমার খবর

মৃত্যুর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে 'সিআইডি' ছাড়ছেন এসিপি প্রদ্যুমন!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দীর্ঘ ২২ বছর ধরে চলছে ভারতীয় টিভির জনপ্রিয় ক্রাইম থ্রিলার শো 'সিআইডি'। লম্বা সময় ধরে যার অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্রগুলো হলো এসিপি প্রদ্যুমন, অভিজিৎ এবং দয়া। তবে এবার সেই টিভি শো নিয়েই জানা গেল দুঃখের এক সংবাদ।

আর সেটি হলো 'সিআইডি'তে এসিপি প্রদ্যুমনকে আর দেখা যাবে না। বিষয়টি খুলে বললে, 'সিআইডি' থেকে চিরতরে সরে যেতে চলেছেন এসিপি প্রদ্যুমন চরিত্রের অভিনেতা শিবাজি সাতম। আর এ খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো মন ভেঙেছে দর্শকদের। তবে এর কারণ নিয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, জনপ্রিয় ক্রাইম থ্রিলার শো-এ খুব শিগগির একটি বড় মোড় দেখতে পাবেন দর্শকেরা। যেখানে মারা যাবেন এসিপি প্রদ্যুমন; আর তার মৃত্যু দিয়েই 'সিআইডি' থেকে পুরোপুরি বিদায় নিচ্ছেন এসিপি প্রদ্যুমন অর্থাৎ অভিনেতা শিবাজি সাতম।

অভিনেতার 'সিআইডি ২' ছাড়ার এই খবর প্রকাশ করে লিখেছে সনি এন্টারটেইনমেন্ট- 'ভালোবাসার অনেক স্মৃতি রেখে গেলেন এসিপি প্রদ্যুমন। এমন ক্ষতি কখনোই ভোলার নয়।' সঙ্গে হ্যাশট্যাগ দিয়ে লেখা- 'রেস্ট ইন পিস এসিপি।'

পোস্টটি প্রকাশ হতেই মাথায় বাজ পড়ার উপক্রম তার ভক্তদের। অনেকে ধরে নিয়েছেন- মারা গিয়েছেন এই অভিনেতা। পরে অবশ্য বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তিনি শুধু অভিনয় থেকেই বিদায় নিচ্ছেন। কিন্তু সেটাও, মেনে নিতে পারছেন না তারা।

এসিপি প্রদ্যুমন চরিত্রটি আগামী পর্বে একটি বোমা বিস্ফোরণের দুর্ঘটনায় মারা যাবে। পর্বটির শুটিংও ইতোমধ্যে শেষ। খুব তাড়াতাড়িই এটা সম্প্রচারিত হবে। এদিকে শোনা যাচ্ছে, অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে এই শো ছাড়ছেন অভিনেতা। তাই এর মধ্যেই নতুন 'এসিপি'র খোঁজ শুরু করেছে প্রযোজনা সংস্থা। তবে শিবাজিকে ছাড়া এই শোয়ের জনপ্রিয়তা কতটা থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

টক্সিসিটি নিতে পারি না, সেই কারণেই ছেড়ে বেরিয়ে আসি: শ্রাবন্তী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বর্তমান সময়ে বেশ ব্যস্ততায় দিন কাটছে ওপার বাংলার অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জির। কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে তার ছবি 'হাঙ্গামা ডট কম'। আবার সামনেই মুক্তি পাচ্ছে শিবপ্রসাদ মুখার্জি ও নন্দিতা রায়ের ছবি 'আমার বস'। সেখানেও এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে শ্রাবন্তীকে।

নন্দিতা কড়া ধাঁচের পরিচালক। তাই শ্রাবন্তী কখনো বকা খেয়েছেন কি না- ভারতের গণমাধ্যমের থেকে পাওয়া এমন প্রশ্নের জবাব হাসিমুখেই দেন নায়িকা। বললেন, 'না, আমাকে একবারের জন্যও বকা খেতে হয়নি। পরের বার যখন কাজ করব তখন বকা খাব কিনা জানি না। তবে এবার খাইনি।'

যদিও বকা খেতে আপত্তি নেই শ্রাবন্তীর। বলছিলেন, 'বকা খাওয়াটাও কিন্তু উচিৎ। তবেই তো বুঝতে পারা যাবে ভুলটা কী! তবে ভগবানের আশীর্বাদে আমি বকা খাইনি।'

সেই ছোট্ট থেকে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত শ্রাবন্তী। সেটে পরিচালকই বস! এরকম টক্সিক বস অর্থাৎ পরিচালক পেয়েছেন কখনো- এই প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন শ্রাবন্তী। লুকিয়ে রাখলেন না শ্রাবন্তী। তার উত্তর, 'হ্যাঁ পেয়েছি। এনওসি দিয়ে বেরিয়েও এসেছি। আসলে আমি টক্সিসিটি নিতে পারি না। সেই কারণেই ছেড়ে বেরিয়ে আসি।'

তবে কে সেই পরিচালক তা স্পষ্ট করেননি শ্রাবন্তী। শুধু জানালেন, ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এমন ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে।

আবারও ক্যান্সারে আক্রান্ত আয়ুষ্মান খুরানার স্ত্রী তাহিরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সাত বছর আগে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলিউড তারকা আয়ুষ্মান খুরানার স্ত্রী নির্মাতা তাহিরা কাশ্যপ। নিয়মিত চিকিৎসার পর সেটি ভালোও হয়ে গিয়েছিল। তবে ফের দুঃসংবাদ।

আজ সোমবার সকালে ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে সাত বছর পর ক্যান্সার ফিরে আসার কথা জানিয়েছেন তাহিরা। জানান, আবারও স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি।

ইনস্টাগ্রামে দেওয়া পোস্টে তাহিরা লিখেছেন, 'সাত বছর ধরে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। এবার পরীক্ষার পর দ্বিতীয়বারের মতো এটার (ক্যান্সার) অস্তিত্ব পেয়েছি।'

এর আগে ২০১৮ সালে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাহিরা।

কেমোথেরাপি চলার সময় ন্যাড়া মাথার ছবি দিয়ে সে কথা নিজেই অনুসারীদের জানিয়েছিলেন তিনি। এরপর বিভিন্ন সময়ে ক্যান্সার নিয়ে সচেতনতা তৈরি করতে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তাহিরা।

সম্প্রতি বার্তা সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ক্যান্সার আসলে আপনার মানসিক শক্তি, সামর্থ্য আর বিশ্বাসের পরীক্ষা নেয়। দ্রুত ধরা পড়লে ভালোভাবে সেরে ওঠা যায়। সরকারের পক্ষ থেকে নানা ধরনের সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, এটা অনেকের উপকারে আসবে।'

১১১ রান করেও ১৬ রানে জিতে পাঞ্জাবের ইতিহাস, বিপর্যয়ে কেকেআর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কেবল আইপিএলই নয়, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৬২ রান তাড়া করে জিতে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিল পাঞ্জাব কিংস। গত আসরে সেই দানবীয় কীর্তির ভুক্তভোগী ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবার সেই একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষেই আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে কম পুঁজি (১১১ রান) ডিফেন্ড করে জয় পেল শ্রেয়াস আইয়ারের পাঞ্জাব।

গত কয়েক আসর ধরে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) যেন রানবন্যার প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছে। ব্যাটিং স্বর্গে পরিণত হওয়া এই টুর্নামেন্টে কিছুটা বিরতি এনে দিলো পাঞ্জাব-কলকাতা ম্যাচ। ম্যাচটিতে আগে ব্যাট করে মাত্র ১১১ রানে অলআউট হয় পাঞ্জাব। লক্ষ্য তাড়ায় নেমে মাত্র ৯৫ রানেই গুটিয়ে যায় কলকাতা।

ঘরের মাঠ মুল্লানপুরে মঙ্গলবার টস জিতে আগে ব্যাট করে পাঞ্জাব। শুরু থেকেই তাদের ব্যাটিং ছিল ছন্নছাড়া। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা দলটির পক্ষে সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন প্রভসিমরান সিং। এছাড়া প্রিয়াংশ আর্য ২২ এবং শশাঙ্ক সিং ১৮ রান করেন। বাকিরা বলার মতো রান করতে পারেননি। ফলে ১৫.৩ ওভারে মাত্র ১১১ রানে গুটিয়ে যায় পাঞ্জাব।

কেকেআরের হয়ে স্পিন-পেস উভয় বিভাগেই ভালো বোলিং হয়েছে। সর্বোচ্চ ৩টি উইকেট নেন হার্ষিত রানা। এছাড়া সুনীল নারিন ও বরুণ চক্রবর্তী নেন ২টি করে উইকেট।

ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালোই করেছিল আইপিএলের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কলকাতা। একপর্যায়ে ২ উইকেটে ৬২ রান তুলে ফেলেছিল তারা। জয় তখন প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ৭.৪ ওভারে যুজবেন্দ্র চাহালের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে অজিঙ্কা রাহানের আউটের পরই পাল্টে যায় ম্যাচের মোড়। রাহানে আদৌ এলবিডব্লিউ ছিলেন না, বল পিচড হয়েছিল স্টাম্প লাইনের বাইরে। কিন্তু রিভিউ না নেওয়ায় সাজঘরে ফেরেন কেকেআর অধিনায়ক।

এরপর আরও ৬ উইকেট হারিয়ে কেবল ১৭ রান যোগ করতে পারে কলকাতা। চাহালের বোলিং ছিল ভাঙনের মূল কারণ। তখনও আন্দ্রে রাসেল ক্রিজে থাকায় আশা ছিল কলকাতার। চাহালের এক ওভারে ১৬ রান নিয়ে সেই আশাটা জিইয়ে রাখলেও আর্শদীপ সিংয়ের একটি মেডেন ওভার এবং ভৈভব অরোরার উইকেট আবারও ম্যাচ পাঞ্জাবের দিকে নিয়ে যায়।

শেষ উইকেট জুটিতে ঝুঁকি নিতে গিয়ে মার্কো জানসেনের প্রথম বলেই ইনসাইড এজ হয়ে বোল্ড হন রাসেল। তাতেই ১৬ রানে জয় নিশ্চিত হয় পাঞ্জাবের।

এই জয়ের পথে চাহাল ৪টি উইকেট, জানসেন নেন ৩ উইকেট।

নারিনের রেকর্ডে ভাগ বসালেন চাহাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মাত্র ১১১ রান করেও জয়! শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও আইপিএলে এমন নাটকীয় জয় তুলে নিয়েছে পাঞ্জাব কিংস। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) মুল্লানপুরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ১৫ রানের রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে শ্রেয়াস আইয়ারের দল। এই জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন ভারতের লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল।

পাঞ্জাব কিংসের করা ১১১ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালোই করেছিল কলকাতা। ৬২ রানে ২ উইকেট তুলে জয়ের দিকেই এগোচ্ছিল তারা। কিন্তু সেই পথ আটকে দেন চাহাল। মাত্র ২৮ রান খরচায় ৪ উইকেট শিকার করে কলকাতাকে ধসিয়ে দেন এই স্পিনার।

এই ম্যাচেই চাহাল আইপিএলের আরেক কিংবদন্তি স্পিনার সুনীল নারিনের রেকর্ডে ভাগ বসান। ইনিংসে সবচেয়ে বেশি বার চার বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে উঠে এসেছেন তিনি। আইপিএলে এটি চাহালের অষ্টমবার ৪ উইকেট শিকার।

এদিন তিনি সাজঘরে ফেরান কলকাতার অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, সর্বোচ্চ রান করা অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (২৮ বলে ৩৭), রিংকু সিং ও রমণদীপ সিংকে। তার স্পেলেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। কলকাতা ৩৩ রানের ব্যবধানে হারায় ৭ উইকেট।

বাটলারের জায়গায় ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ব্রুক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইংল্যান্ডের ওয়ানডে ও টি-২০ দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন হ্যারি ব্রুক। ২৬ বছর বয়সী এই ব্যাটার জস বাটলারের জায়গায় দায়িত্ব পালন করবেন।

বাটলারের ইনজুরিতে ব্রুক এর আগে পাঁচ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে নিয়মিত অধিনায়ক হিসেবে তিনি যাত্রা শুরু করবেন আগামী মে মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-২০ সিরিজ দিয়ে।

বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি বলেন, 'হ্যারি শুধু অসাধারণ ক্রিকেটার নয়, একজন দারুণ ক্রিকেট মস্তিষ্কের অধিকারী। তার লক্ষ্য পরিষ্কার, যা দলকে দ্বিপাক্ষিক সিরিজসহ বিশ্বকাপের মতো বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট জিততে সহায়তা করবে।'

সাদা বলে ইংল্যান্ডের অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়ে ব্রুকও আনন্দিত, 'সাদা বলে ইংল্যান্ডের অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া সম্মানের। শৈশবে ইয়র্কশায়ার ও ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখতাম। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথাও ভাবতাম। আমাকে ওই সুযোগ দেওয়ায় গর্বিত। ইংল্যান্ড প্রতিভায় ভরপুর, তাদের নিয়ে সিরিজ, বিশ্বকাপসহ বড় ইভেন্ট জিততে চাই।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR